এক্সপ্রেশন পালস

সাংবাদিকদের ডিজিটাল স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণ

রাউন্ড ১ | বাংলাদেশ | অগাস্ট ২০২৬

অনলাইনে মত প্রকাশে পিছিয়ে আসছেন সাংবাদিকেরা?

পরিধি	গত ছয় মাসে সাংবাদিকদের ডিজিটাল মতপ্রকাশের অভিজ্ঞতা
অংশগ্রহণকারী	২২ জন সাংবাদিক
সময়কাল	১০-২৫ আগস্ট, ২০২৬
মূল বিষয়	ঝুঁকি, প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ও মতপ্রকাশের পরিবর্তনের সংকেত

এই পালস কী দেখছে

সোশ্যাল মিডিয়া সাংবাদিকদের জন্য শুধু সংবাদ প্রচারের জায়গা নয়। এখানে তারা তথ্য ও পছন্দের প্রতিবেদন শেয়ার করেন এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে নিজের মতও প্রকাশ করেন। ফলে সাংবাদিকেরা অনলাইনে কতটা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছেন, সেটি বৃহত্তর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল জনপরিসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিণতি বা প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা সোশ্যাল মিডিয়ায় সাংবাদিকদের মত প্রকাশকে সীমিত করতে পারে কি? একজন সাংবাদিক হয়তো সরাসরি আক্রান্ত হননি, কিন্তু অন্যের ওপর আক্রমণ দেখে একটি পোস্ট প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কেউ রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে মন্তব্য করা বন্ধ করতে পারেন। আবার কেউ প্রকাশ্যে কথা বলার পরিসর সীমিত করতে পারেন। এক্সপ্রেশন পালস এই কম দৃশ্যমান পরিবর্তনের সংকেতগুলো নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

এক নজরে

সূচক	রাউন্ড ১
সম্ভাব্য পরিণতির আশঙ্কায় মত প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছেন	১৮/২২
প্রায়ই মত প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছেন	১৩/২২
ছয় মাস আগের তুলনায় মত প্রকাশে কম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন	১৫/২২
কিছু বিষয় এখন প্রকাশ্যে আলোচনা এড়িয়ে চলেন	১৯/২২*
অন্য সাংবাদিকের পরিণতি দেখে নিজের মত প্রকাশ বদলেছেন	২১/২২*
ব্যক্তিগত মতপ্রকাশ ও পেশাগত সাংবাদিকতা – দুই ক্ষেত্রেই প্রভাব	১৩/২২

** বিষয় এড়িয়ে চলার প্রশ্নে তিনজন এবং অন্য সাংবাদিকের অভিজ্ঞতার প্রভাবসংক্রান্ত প্রশ্নে একজন উত্তর দিতে চাননি।*

ফলাফল

একজনের সঙ্গে যা ঘটে, তা অন্যদের কথাও বদলে দিতে পারে

রাউন্ড ১-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংকেত এসেছে অন্য সাংবাদিকের অভিজ্ঞতার প্রভাব থেকে। অন্য কোনো সাংবাদিক অনলাইনে মতপ্রকাশের কারণে আক্রমণ, হয়রানি, হুমকি বা অন্য নেতিবাচক পরিণতির মুখে পড়লে সেটি নিজের মতপ্রকাশে প্রভাব ফেলে কি না – এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ২১ জন।

২১ জনই বলেছেন, প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে ১২ জন বলেছেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রভাব পড়ে, আর ৯ জন বলেছেন কিছুটা প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ একজন সাংবাদিকের ওপর আক্রমণ বা হয়রানির প্রভাব শুধু তার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অন্য সাংবাদিকেরা ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে নিজের ঝুঁকি বিবেচনা করছেন এবং সেই অনুযায়ী নিজের মতপ্রকাশের সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন।

১৮ জন মত প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছেন

গত ছয় মাসে কোনো ঘটনা বা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের মত প্রকাশ থেকে সম্ভাব্য

পরিণতির আশঙ্কায় বিরত থেকেছেন কি না – এই প্রশ্নে ২২ জনের মধ্যে ১৮ জন 'হ্যাঁ' বলেছেন। এদের মধ্যে ১৩ জন বলেছেন, তারা প্রায়ই এমন করেছেন।

মতপ্রকাশে এই সংকোচন বিভিন্নভাবে ঘটছে। উত্তরদাতারা পোস্ট লিখেও প্রকাশ না করা, কোনো বিষয়ে মন্তব্য না করা, অন্যের পোস্ট বা প্রতিবেদন শেয়ার না করা, পাবলিক পোস্ট কমানো এবং নির্দিষ্ট বিষয়, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

অর্থাৎ, একজন সাংবাদিক অনলাইনে সক্রিয় থাকলেও তিনি কী নিয়ে কথা বলবেন আর কী নিয়ে বলবেন না – সেই পরিসর ছোট হয়ে আসতে পারে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায়।

কিছু বিষয় বলা কঠিন হয়ে উঠছে

অংশগ্রহণকারী ১৯ জন সাংবাদিক বলেছেন, সম্ভাব্য পরিণতির কারণে বর্তমানে কোনো কোনো বিষয়ে তারা প্রকাশ্যে অনলাইনে আলোচনা এড়িয়ে চলেন। তিনজন এই প্রশ্নের উত্তর দেননি।

কোন বিষয়ে অনলাইনে মতপ্রকাশ এড়িয়ে চলছেন তারা? এক্ষেত্রে এসেছে: রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, সরকারের সমালোচনা, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, আইনশৃঙ্খলা, অর্থনীতি, ধর্ষণ, পররাষ্ট্রনীতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গ।

নমুনা ছোট হওয়ায় কোন বিষয় সবচেয়ে বেশি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা বলা সম্ভব নয়। তবে উত্তরগুলোতে ক্ষমতা, রাজনীতি এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় স্পষ্টভাবে উপস্থিত।

ছয় মাস আগের তুলনায় অস্বস্তি বেড়েছে

২২ জনের মধ্যে ১৫ জন বলেছেন, ছয় মাস আগের তুলনায় এখন বাংলাদেশের ঘটনা বা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মত প্রকাশে তারা কম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তন	সংখ্যা
অনেক কম	৯
কিছুটা কম	৬
প্রায় একই	৩
কিছুটা বেশি	৩
উত্তর দেননি	১

এটি বাংলাদেশের সামগ্রিক মতপ্রকাশের পরিবেশের পরিমাপ নয়। তবে রাউন্ড ১-এ অংশ নেওয়া সাংবাদিকদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রধান দিকটি কম স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে।

উদ্বেগ শুধু অনলাইনের নয়

সাংবাদিকদের উদ্বেগ ট্রলিং, হ্যাকিং বা অ্যাকাউন্ট নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের উত্তরে এসেছে সংঘবদ্ধ অনলাইন হয়রানি, হুমকি, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ, সুনামহানি, পেশাগত ক্ষতি, কর্মস্থলের চাপ, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, আইনি জটিলতা, শারীরিক নিরাপত্তা এবং পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়ও।

অর্থাৎ, মত অনলাইনে প্রকাশ করা হলেও তার সম্ভাব্য পরিণতি শুধু অনলাইনে সীমাবদ্ধ থাকবে – সাংবাদিকেরা তা মনে করছেন না। অনলাইনে বলা কথার পরিণতি অফলাইনেও পৌঁছাতে পারে – এই উদ্বেগ তাঁদের মতপ্রকাশের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে।

ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের বাইরেও প্রভাব

অংশগ্রহণকারী ১৩ জন সাংবাদিক বলেছেন, নেতিবাচক পরিণতির উদ্বেগ সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ব্যক্তিগত মতপ্রকাশ ও পেশাগত জীবন (সাংবাদিকতা) – দুই ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলেছে। সাতজন বলেছেন, প্রভাব পড়ছে শুধু ব্যক্তিগত মতপ্রকাশে।

এর অর্থ এই নয় যে ১৩ জন সাংবাদিক সংবাদে তথ্য গোপন করছেন বা প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন না। এক্সপ্রেশন পালস এই বিষয় যাচাই করেনি।

তবে ফলাফল থেকে এটা বোঝা যায় যে, ব্যক্তিগত ডিজিটাল মতপ্রকাশের ঝুঁকি এবং পেশাগত সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা সবসময় পুরোপুরি আলাদা থাকছে না।

এক্সপ্রেশন পালস সম্পর্কে

এক্সপ্রেশন পালস বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ডিজিটাল জনপরিসরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নিরাপত্তাবোধ এবং অংশগ্রহণের পরিবর্তনের সংকেত নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণের একটি উদ্যোগ।

রাউন্ড ১-এ ১০-২৫ অগাস্ট ২০২৬ পর্যন্ত ২২ জন সাংবাদিকের বেনামি উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের আগের ছয় মাসের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, তিনজন নারী এবং একজন জেন্ডার জানাতে চাননি।

অংশগ্রহণকারী	২২ জন সাংবাদিক
সময়কাল	১০-২৫ অগাস্ট ২০২৬
অভিজ্ঞতার সময়সীমা	আগের ছয় মাস
নির্বাচন	দৈবচয়ন নয়

সীমা

এটি জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল জরিপ নয়। এই পালসে ২২ জন সাংবাদিক অংশ নিয়েছেন। তাদের দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়নি। তাই পালসের ফলাফল বাংলাদেশের সব সাংবাদিকের প্রতিনিধিত্ব করে না।

ডিজিটাল পরিসরে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরা এক্সপ্রেশন পালসের উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হলো প্রতি ছয় মাসে সাংবাদিকদের মত প্রকাশের অভিজ্ঞতায় পরিবর্তনের সংকেত চিহ্নিত করা।